SME NEWS
এসএমই নিউজ
এসএমই ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার

SME FOUNDATION

বর্ষ ১৬ । সংখ্যা ৫৩ | জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬
| পৌষ-চৈত্র ১৪৩২

নবনিযুক্ত শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প প্রতিমন্ত্রীর সাথে এসএমই ফাউন্ডেশনের মতবিনিময়

SME NEWS
এসএমই নিউজ
এসএমই ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার

বর্ষ ১৬ । সংখ্যা ৫৩ । জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬

Scan for PDF download

সম্পাদক:
আনোয়ার হোসেন চৌধুরী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদনা পরিষদ:
মো. নাজিম হাসান সাত্তার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফারজানা খান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, মহাব্যবস্থাপক
মো. আবদুস সালাম সরদার, মহাব্যবস্থাপক
মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, উপমহাব্যবস্থাপক

অঙ্গসজ্জা:
অসীম কুমার হালদার, ব্যবস্থাপক

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন
শিল্প মন্ত্রণালয়
পর্যটন ভবন (লেভেল: ৬ ও ৭)
প্লট: ই-৫/সি-১, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮০ ২ ৪১০২৪১০৮-১০

info@smef.gov.bd SME Foundation www.smef.gov.bd

নবনিযুক্ত শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প প্রতিমন্ত্রীর সাথে এসএমই ফাউন্ডেশনের মতবিনিময়

২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ নবনিযুক্ত শিল্প, বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সাথে এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ নবনিযুক্ত শিল্প প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলমের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন শিল্পসচিব ও এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন মো. ওবায়দুর রহমান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। সভায় এসএমই খাতের উন্নয়নে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী।

এসএমই ফাউন্ডেশনের নতুন চেয়ারপার্সনের যোগদান

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে যোগ দিয়েছেন শিল্পসচিব মো. ওবায়দুর রহমান। ০৫ জানুয়ারি ২০২৬ তিনি এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার ও ফারজানা খান এবং মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন ও মো. আবদুস সালাম সরদার তাঁকে স্বাগত জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. নূরুজ্জামান এনডিসি এসময় উপস্থিত ছিলেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন পুনরায় নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের মূল দায়িত্বের পাশাপাশি এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে ০১ জানুয়ারি ২০২৬ তাঁকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে শিল্প মন্ত্রণালয়। মো. ওবায়দুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৫তম ব্যাচের কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি চাকরি শুরু করেন। চাকরি জীবনের দীর্ঘ সময়ে তিনি মাঠ প্রশাসনের পাশাপাশি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, এসএমই ফাউন্ডেশনের ৯ম চেয়ারপার্সন মো. ওবায়দুর রহমান।

এসএমই ফাউন্ডেশনের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

০৫ জানুয়ারি-০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের 'বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ' আয়োজন করা হয়। ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পসচিব এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন মো. ওবায়দুর রহমান। তিনি কর্মকর্তাদের কাজের ক্ষেত্রে সুশাসন এবং চাকরিতে অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার ও ফারজানা খান। মাসব্যাপী প্রশিক্ষণে চাকরির নিয়মনীতি এবং কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে সেশনসমূহে প্রশিক্ষক ছিলেন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কর্মকর্তাগণ। এছাড়া এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক, উপমহাব্যবস্থাপক এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপকগণ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম নিয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাদের প্রকিউরমেন্ট পলিসি, সরকারি চাকরির নির্দেশমালা, এসএমই উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা, সরকারি চাকরির আচরণ বিধিমালা, চাকরির বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন, ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তনে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মপরিকল্পনা, ESG (পরিবেশ, সামাজিক এবং শাসন) ধারণা প্রদান করা হয়।

কৃষিভিত্তিক শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের উদ্যোক্তাদের ১২৫ কোটি টাকা ঋণ দেবে এসএমই ফাউন্ডেশন

Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর সহায়তায় বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের কটেজ, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদেরকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শতকরা ৯ ভাগ সুদে ১২৫ কোটি টাকা ঋণ দেবে এসএমই ফাউন্ডেশন। এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৩১ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার সরকারি সংস্থা Bangladesh Infrastructure Finance Fund Limited (BIFFL)-এর প্রধান কার্যালয়ে এই বিষয়ে সংস্থাটির সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং BIFFL-এর পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এস. এম. আনিসুজ্জামান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী জানান, চুক্তির আওতায় BIFFL-এর Food Value Chain Improvement Project এর তহবিল থেকে কৃষিভিত্তিক শিল্প ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে। JICA এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য, খাদ্য ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা উন্নয়ন। প্রকল্পের আওতায় সিএমএসএমই উদ্যোক্তাগণ অর্থায়নের আওতায় আসবে। বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে নারী-উদ্যোক্তাদের। অর্থায়নের আওতায় আনা হবে ফল, শাকসবজি ও মসলা প্রক্রিয়াজাতকরণ, চাল ও ডাল প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভোজ্য তেল উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, জৈব সার ও বায়োপেস্টিসাইড উৎপাদন, পাশাপাশি হোলসেল, লজিস্টিকস ও খুচরা খাতকে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় মূলধনী বিনিয়োগ যেমন যন্ত্রপাতি, মেশিনারি, কারখানা অবকাঠামো উন্নয়ন, গুদাম নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় সাপোর্টিং অবকাঠামোতে অর্থায়ন করা হবে। পাশাপাশি প্রযুক্তিগত জ্ঞান, পরামর্শ সেবা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত মান (যেমন ISO, HACCP এবং Halal certification) উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সহায়তা প্রদান করা হবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন ও মো. আব্দুর সালাম সরদার, উপমহাব্যবস্থাপক সুমন চন্দ্র সাহা ও মুহাম্মদ মোরশেদ আলমসহ দুই প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের ফুড ভ্যালু চেইন শক্তিশালী হবে, আমদানি নির্ভরতা কমবে, রপ্তানির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

‘Let’s Become An Entrepreneur’ জাতীয় ক্যাম্পেইন

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম হল মিলনায়তনে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় ‘Let’s Become An Entrepreneur’ জাতীয় ক্যাম্পেইনের আওতায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি পর্বের কার্যক্রম ‘Building Future Entrepreneurs’ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. আর. কবির। বিশেষ অতিথি ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রো-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. মাসুম ইকবাল এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা স্বাগত বক্তব্য ও ক্যাম্পেইন বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মো. আব্দুস সালাম সরদার। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সফল উদ্যোক্তা স্টোরিটেলিং সেশনে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে স্বীয় উদ্যোক্তা জীবনের গল্প তুলে ধরেন তাহুর স্টুডিও-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হানিয়ুম মারিয়া চৌধুরী এবং ডুবোটেক-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও চিফ মার্কেটিং অফিসার সৌমিক হাসান শ্রান্ত। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ-এর ডিন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রকিবুল কবির। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগ ও শিক্ষাবর্ষের প্রায় ১৩০জন শিক্ষার্থী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ‘Let’s Become An Entrepreneur’ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দেশের তরুণ সমাজকে উদ্যোক্তামুখী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ধারাবাহিকভাবে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

৩০ মার্চ ২০২৬ রাজধানীর আগারগাঁও পর্যটন ভবনে এসএমই ফাউন্ডেশনে ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন এবং শিল্পসচিব মো. ওবায়দুর রহমান জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মসূচির সরাসরি সেবাগ্রহীতা ৪৬ হাজার ৪৫৯জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার মধ্যে পুরুষ ২৩ হাজার ৫৫০জন এবং নারী ২২ হাজার ৮৩৯জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ৭০জন। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার। এসএমই ফাউন্ডেশনের ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালক পর্ষদ এবং সাধারণ পর্ষদের সদস্যদের কাছে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাস্তবায়িত কর্মসূচির ওপর বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী।

তিনি জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে ৬৫৬টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, স্বল্প সুদে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার মাঝে ৩৭৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ, সিলেটে, বগুড়া, বরিশাল ও রংপুরে বিভাগীয় এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন, চীনের কুনমিং, সাংহাই, তুরস্কের ইস্তাম্বুল, যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারে আন্তর্জাতিক মেলায় এবং ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, পরিবেশ মেলা, এবং বিজয় মেলা ২০২৪-এ ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ, পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়, ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা ও সেবা দর্শনার্থীদের কাছে তুলে ধরতে অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এ অংশগ্রহণ, এসএমই খাতের উন্নয়নে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ১৪১টি প্রস্তাব উপস্থাপন, এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ৯টি প্রতিষ্ঠানের আইএসও ২২০০০ অর্জন, এসএমই ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন এবং ক্লাস্টারে তৈরি পণ্য প্রদর্শনী আয়োজন, এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার মতবিনিময় ও উন্মুক্ত ঋণ বিতরণ কর্মসূচি, ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি কর্মশালা আয়োজন, ব্যাংকার-উদ্যোক্তা মতবিনিময় ও ঋণ ম্যাচমেকিং কর্মসূচি, ফাউন্ডেশনের সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে অনলাইনে নিবন্ধনের জন্য এসএমইএফ সার্ভিস প্যাটফর্ম' চালু, নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য 'বিজনেস পিচ কম্পিটিশন' আয়োজন করে বিজয়ী ৩জন উদ্যোক্তার মাঝে ১২ হাজার ডলার সমমূল্যের পুরস্কার বিতরণ, কর্পোরেট ক্রেতাদের সাথে নারী-উদ্যোক্তাদের পরিচিত করতে ম্যাচমেকিং ও পণ্য প্রদর্শনী আয়োজন, এসএমই খাতের উন্নয়নে ফাউন্ডেশনের ৫ বছর মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ, এসএমই বিষয়ে সেরা প্রতিবেদনের জন্য প্রথমবারের মতো গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের এসএমই ফাউন্ডেশন-ইআরএফ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ প্রদান, গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে ৫টি এসএমই ক্লাস্টার পরিদর্শন এবং পরবর্তীতে ক্লাস্টারসমূহের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা তুলে ধরে প্রতিবেদন ও প্রকাশ ও প্রচার, আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস ২০২৫ উদযাপন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪৩টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ৪টি ত্রৈমাসিক নিউজলেটার প্রকাশ এবং এসএমই চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশন, এসএমই ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা উন্নয়নে মতবিনিময় সভা, সেমিনার ও ওয়েবিনার আয়োজন, সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরসহ ৬৫৬টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন। পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদনের ওপর মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেন সাধারণ পর্ষদের সদস্যগণ।

অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ ফাউন্ডেশনের অংগ্রহণ

২৬ ফেব্রুয়ারি-১৫ মার্চ ২০২৬ বাংলা একাডেমির উদ্যোগে অমর একুশে বইমেলায় অংশগ্রহণ করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। এসএমই ফাউন্ডেশনের স্টলে ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বই ও তথ্যসামগ্রী প্রদর্শন এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে দর্শনার্থীদের অবহিতকরণ এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়।

এসএমই-বান্ধব ট্যাক্স, ভ্যাট, ট্যারিফ ও আর্থিক প্রণোদনা সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা তৈরির লক্ষ্যে পরামর্শ সভা

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে এসএমই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ট্যাক্স, ভ্যাট, ট্যারিফ, আর্থিক প্রণোদনা ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর বরাবর প্রেরণের লক্ষ্যে ২০টি প্রতিষ্ঠান ও ১৫ জন উদ্যোক্তার পক্ষ হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবনাসমূহ পরামর্শ সভার মাধ্যমে যৌক্তিক ও পরিমার্জিত করার লক্ষ্যে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৯ মার্চ ২০২৬ এবং ১০ মার্চ ২০২৬ ৩টি পরামর্শ অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ও ১০ মার্চ ২০২৬ এর পরামর্শ সভায় সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার এবং ০৯ মার্চ ২০২৬ এর পরামর্শ সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক মিজ মৌসুমী রায় এবং পরামর্শক মোস্তফা ইকবাল।

এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি উন্নয়ন কর্মসূচি

‘Internal Auditor Training Course on Energy Management System (EnMS) ISO 50001:2018’ প্রশিক্ষণ

০৭-০৮ জানুয়ারি ২০২৬ ঢাকায় এসএমই ফাউন্ডেশন এবং British Standards Institution (BSI)-এর যৌথ উদ্যোগে ‘Internal Auditor Training Course on Energy Management System (EnMS) ISO 50001:2018' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা খান। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সহকারী মহাব্যবস্থাপক খালেদুজ্জামান তালুকদার। প্রশিক্ষণে ISO 50001: 2018 মানের মূল ধারা, এনার্জি রিভিউ, এনার্জি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর (EnPI), বেসলাইন নির্ধারণ, অভ্যন্তরীণ অডিট পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, নন-কনফরমিটি চিহ্নিতকরণ এবং করেক্টিভ অ্যাকশন বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক ধারণা প্রদান করা হয়। শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, উৎপাদন ও সেবা খাতের ৩০জন উদ্যোক্তা ও পেশাজীবী এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা স্বীয় প্রতিষ্ঠানে জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যয় সাশ্রয় এবং পরিবেশগত প্রভাব হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

‘Halal Conformity Assessment Requirements as per the Global Halal Standards’ প্রশিক্ষণ

২৬-২৯ জানুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় ‘Halal Conformity Assessment Requirements as per the Global Halal Standards’ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মো. নাজিম হাসান সাত্তার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রশিক্ষক ছিলেন Yasin ZÜLFİKAROĞLU, Specialist, The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) Ges Dr. Mete ÇEVİK, Head of International Relations Department (Halal Accreditation Agency (HAK), Turkiye এবং বিএসটিআই-এর উপপরিচালক এস এম আবু সাইদ। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ হালাল সনদপ্রাপ্ত অলিম্পিক ইন্ডাস্টিজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। খাদ্য ও পানীয়, কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কসমেটিকস, হারবাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে নিয়োজিত ৩০জন এসএমই উদ্যোক্তা/প্রতিনিধি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড-এর মহাপরিচালক মোহা. আমিনুল ইসলাম।

‘পণ্যের হালাল সনদ অর্জনের লক্ষ্যে বিএসটিআই পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা’ আয়োজন

০৩ মার্চ ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বিএসটিআই-এর যৌথ উদ্যোগে বিএসটিআই-এর প্রধান কার্যালয়ে ‘এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্যে হালাল সনদ অর্জনের লক্ষ্যে বিএসটিআই পরিদর্শন ও মতবিনিময়’ কর্মসূচি আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এম. এ. কামাল বিল্লাহ, মহাপরিচালক (অ.দা.), বিএসটিআই ও অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফারজানা খান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন। সভাপতিত্ব করেন মো. সাইফুল ইসলাম, পরিচালক (সিএম), বিএসটিআই। হালাল সনদ অর্জনে বিএসটিআই হতে প্রদেয় সেবা উপস্থাপনা করেন এস এম আবু সাঈদ, উপপরিচালক (হালাল সার্টিফিকেশন), সিএম উইং, বিএসটিআই। অনুষ্ঠানে খাদ্য, প্রসাধনী, চামড়াজাত, টেক্সটাইল ও ওষুধ উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা/প্রতিনিধি এবং এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিএসটিআই এর কর্মকর্তাসহ প্রায় ৬০জন অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে উদ্যোক্তাগণ বিএসটিআই এর ন্যাশনাল হালাল ল্যাবরেটরি, ফিজিক্যাল ও কেমিক্যাল টেস্টিং ল্যাবরেটরিসমূহ পরিদর্শন করেন।

‘Quality Culture & Global Markets: Boosting SME Exports through compliance with International Standards’ কর্মশালা

১১ মার্চ ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সটিটিউশন-এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় ‘Quality Culture & Global Markets: Boosting SME Exports through compliance with International Standards’ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় এসএমই খাতে কার্যকর মান-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ছোট ছোট ধারাবাহিক উন্নয়ন, অপচয় হ্রাস, কর্মীদের অংশগ্রহণ, খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রক্রিয়া-ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডস বিষয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের পরামর্শ সহযোগিতায় ISO 22000 সনদপ্রাপ্ত ০৬টি প্রতিষ্ঠানকে সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিষ্ঠান ছয়টি হলো নিফাজ ফুডস, ফেনী; বঙ্গ ফ্লেভার অ্যান্ড ফ্রেগরেন্স, কুমিল্লা; টাঝমি ফুড প্রডাক্টস, ফেনী; প্যাসাজিও ফুড, চট্টগ্রাম; স্টার এগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি, মৌলভীবাজার এবং বিক্রমপুর পটেটো ফ্লেকস্ ইন্ডাস্ট্রিজ, মুন্সীগঞ্জ।

‘Global Halal Gateway: Strategies for SMEs to Access Export Market through International Standards’ সেমিনার

বিশ্বব্যাপী হালাল পণ্য ও সেবার বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে হালাল সার্টিফিকেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য, প্রসাধনী, ফার্মাসিউটিক্যালস ও সংশ্লিষ্ট শিল্পে হালাল সনদ ব্যতীত আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ ক্রমেই সীমিত হয়ে পড়ছে। এছাড়া জাতীয় রপ্তানি নীতি ও এসএমই নীতিমালায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সার্টিফিকেশন প্রাপ্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং ব্রিটিশ স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউশন (BSI)-এর যৌথ উদ্যোগে ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার, ঢাকায় ‘Global Halal Gateway: Strategies for SMEs to Access Export Market through International Standards’ বিষয়ক সেমিনার আয়োজিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহাম্মদ হাসান আরিফ, ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ফারজানা খান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন। সভাপতিত্ব করেন বেবী রাণী কর্মকার, মহাপরিচালক-১, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মো. সাইফুল ইসলাম, পরিচালক (সিএম), বিএসটিআই। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন Yasin ZÜLFİKAROĞLU, Specialist, The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) Ges Dr. Mete ÇEVİK, Head of International Relations Department (Halal Accreditation Agency (HAK), Turkiye। বাংলাদেশে হালাল সনদ প্রাপ্তি বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন এস এম আবু সাইদ, উপপরিচালক, বিএসটিআই।

এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণ ও নীতি সহায়তা কর্মসূচি

রাঙ্গামাটিতে 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২৬' আয়োজন

১২-১৮ মার্চ ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় রাঙ্গামাটিতে 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২৬' আয়োজন করা হয়। দেশের আঞ্চলিক পর্যায়ে এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১২ মার্চ ২০২৬ রাঙ্গামাটি শহীদ আব্দুস শুক্কুর স্টেডিয়ামে 'আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা ২০২৬'-এর উদ্বোধন করা হয়। বেলুন উড়িয়ে ও ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকারের উপপরিচালক ও রাঙ্গামাটি পৌরসভার প্রশাসক মোবারক হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আলমগীর হোসেন, সহকারী কমিশনার তামজিদ রহমান, এসএমই ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক রাহুল বড়ুয়া। মেলায় বাহারি পোশাক ও ফ্যাশন পণ্য, বিভিন্ন রকম জুয়েলারি পণ্য, নানা গৃহস্থালি পণ্য, চামড়া ও পাটজাত পণ্য, মাটির তৈরি পণ্য, হ্যান্ডিক্রাফট ও বিভিন্ন মজাদার হোমমেড খাবার বিক্রয় করা হয়। মেলায় ৬০জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করেন।

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৬-এ এসএমই ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণ

পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ০৩ জানুয়ারি ২০২৬ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৬-এ এসএমই ফাউন্ডেশনের প্যাভিলিয়নে কৃষি প্রক্রিয়াজাত, হস্তশিল্প, চামড়াজাত ও পাটজাত পণ্যের ৯জন উদ্যোক্তা ১১টি স্টলে তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের সুযোগ পেয়েছেন। ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৬-এর উদ্বোধন করেন বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট এবং বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পেপার অ্যান্ড প্যাকেজিং প্রোডাক্টসকে ২০২৬ সালের বর্ষপণ্য ঘোষণা করা হয়েছে।

মাদারীপুরে এসএমই খাতের স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা

২২ জানুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মাদারীপুর জেলায় এসএমই খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে মাদারীপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে স্টেকহোল্ডারগণের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উদ্যোক্তা, মাদারীপুর জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, শিক্ষাবিদ, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, বিসিক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি ব্যাংক, জেলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, জেলা আইসিটি কর্মকর্তা, পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফ্রিল্যান্সার, এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মাদারীপুর জেলা প্রশাসক জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন মাদারীপুর জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন) জুয়েল আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আল-নোমান, মাদারীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়াদিয়া শাবাব এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান।

নোয়াখালীতে এসএমই খাতের উন্নয়নে মতবিনিময় সভা

১৭ জানুয়ারি ২০২৫ এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্লাস্টার চাহিদা নিরূপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের সাথে এসএমই খাতের উন্নয়নে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শফিকুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। নোয়াখালী জেলায় এসএমই খাতের উন্নয়নে ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার। এসময় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, এসএমই উদ্যোক্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৮ জানুয়ারী ২০২৫ এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্লাষ্টার চাহিদা নিরূপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলায় মহিষের দুধ থেকে উৎপাদিত পণ্যের ক্লাস্টার পরিদর্শন করেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল। এসময় মতবিনিময় সভায় ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা এবং মহিষের বাথান মালিকগণ অংশগ্রহণ করেন।

'এসএমই উদ্যোক্তাদের রপ্তানি বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধকরণ' কর্মশালা

১১ জানুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনে এসএমই বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টারের ইনকিউবেটিদের জন্য 'এসএমই উদ্যোক্তাদের রপ্তানি বাণিজ্যে উদ্বুদ্ধকরণ' কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সেশন পরিচালনা করেন আবু মোখলেছ আলমগীর হোসেন, পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। তিনি রপ্তানি বাণিজ্যের সম্ভাবনা, রপ্তানি প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় নিবন্ধন ও ডকুমেন্টেশন, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের কৌশল, পণ্য মান নিয়ন্ত্রণ, মূল্য নির্ধারণ এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়ে ইনকিউবেটি উদ্যোক্তাদের বিস্তারিত ও বাস্তবভিত্তিক ধারণা প্রদান করেন। পাশাপাশি, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর দায়িত্ব ও কার্যাবলি, উদ্যোক্তাদের জন্য বিদ্যমান সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কেও অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করা হয়। কর্মশালায় এসএমই বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টারের ইনকিউবেটিদের পাশাপাশি কয়েকজন সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাও অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা কর্মশালার মাধ্যমে রপ্তানিমুখী ব্যবসা পরিচালনার বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন।

‘বিশ্ববিদ্যালয়-এসএমই ফাউন্ডেশন অংশীদারিত্ব: সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়’ কর্মশালা

এসএমই ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে ‘এসএমই খাতে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয়-এসএমই ফাউন্ডেশন অংশীদারিত্ব: সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়’ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় দেশের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় এসএমই খাতে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ত্বরান্বিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প নীতি নির্ধারকদের যৌথভাবে কাজ করার সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান ও গবেষণাকে বাস্তব ব্যবসায়িক প্রয়োগের মাধ্যমে এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসা গড়ে তোলা এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার, ফারজানা খানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

JICA এর সহযোগিতায় B-TopCS (Be a Top Cybersecurity Specialist) প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন

এসএমই ফাউন্ডেশন JICA-এর সহায়তায় B-TopCS (Be a Top Cybersecurity Specialist) বাস্তবায়নে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ১৮-১৯ জানুয়ারি ২০২৬ রাজশাহীতে এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মানের B-TopCS ‘How to Make Top Management Aware of Cybersecurity’ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। B-TopCS প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ০১-০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এ খুলনায় এসএমই উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসায় সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘How to Make General Employee Aware of Cybersecurity’ আয়োজন করা হয়। উভয় প্রশিক্ষণে বিভিন্ন শিল্প খাতের ২০ জন উদ্যোক্তা সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন JICA Expert SHOJI Akihiro I KATSUKI Naho এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক মো. মোস্তাফিজুর রহমান। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন ছিলেন রাজশাহী ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং Md. Ekramul Kabir, Assistant Chief Information Security Officer (Joint Director), Cyber Security Unit, Bangladesh Bank।

‘Accelerating SME Business Growth with Artificial Intelligence’ কর্মশালা

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৭-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনে এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়িক কার্যক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ‘Accelerating SME Business Growth with Artificial Intelligence’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন খাতের উদ্যোক্তাদেরকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারিক প্রয়োগ, ব্যবসায়িক কৌশল উন্নয়ন এবং প্রযুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা পেশাদার মানের প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে স্বতন্ত্রভাবে ইউনিক ইমেজ, ভিডিও, অডিও কনটেন্ট, SEO-সহায়ক আর্টিকেল, মার্কেটিং ইমেইল এবং ব্যবসায়িক ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন হিসেবে ছিলেন প্রফেসর মোঃ আব্দুল বাসেত এবং মোঃ কাজী মাহমুদ বিন আব্দুল্লাহ। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা খান এবং উপমহাব্যবস্থাপক মো. মোস্তাফিজুর রহমান। অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে নিজ নিজ ব্যবসায়িক উন্নয়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কৌশলগত প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসায় উৎপাদনশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ ও ০১ জানুয়ারি ২০২৬ ঢাকায় ‘Accelerating SME Business Growth with Artificial Intelligence’ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ০১-০৩ মার্চ ২০২৬ ঢাকায় ‘Accelerating SME Business Growth with Artificial Intelligence’ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

‘আইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে এসএমই উদ্যোক্তার সংযোগ স্থাপন’ কর্মশালা

৩১ মার্চ ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ‘আইটি প্রতিষ্ঠানের সাথে এসএমই উদ্যোক্তার সংযোগ স্থাপন’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক মো. মোস্তাফিজুর রহমান। কর্মশালায় দেশের ৬টি তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁরা তাঁদের প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভাবিত বিভিন্ন আইটি-ভিত্তিক সেবা, সমাধান ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। কর্মশালায় ৫০জন এসএমই উদ্যোক্তাসহ ৬০জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

‘Social Media Mastery for SMEs’ প্রশিক্ষণ

২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ‘Social Media Mastery for SMEs’ Growth’ প্রশিক্ষণ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য আকর্ষণীয় ছবি ও ভিডিও কনটেন্ট তৈরি, ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য উপযোগী প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন, কনটেন্ট পরিকল্পনা ও কার্যকর কনটেন্ট তৈরি, ডিজিটাল মার্কেটিং, বিভিন্ন টুলস ও অ্যানালিটিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায়িক উন্নয়নের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেন। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশন-এর উপমহাব্যবস্থাপক মো. মোস্তাফিজুর রহমান অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণের লক্ষ্যে সারা দেশে এসএমই ক্লাস্টার পরিদর্শন কর্মসূচি

২৬ জানুয়ারি ২০২৬ টাঙ্গাইল জেলার বাজিতপুর তাঁত শিল্প ক্লাস্টার ও টাঙ্গাইল শাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা খান ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. রাকিব উদ্দিন খান। ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিদল ক্লাস্টারের বিভিন্ন কারখানা সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন।

২৪-২৫ জানুয়ারি ২০২৬ কুমিল্লা জেলার বিজয়পুরে মৃৎশিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার, উপমহাব্যবস্থাপক মৌসুমী রায় ও মো. আব্বাস আলী। সভায় প্রায় ৪৫জন উদ্যোক্তা ও কর্মীদের সাথে ক্লাস্টারের সম্ভাবনা ও বিদ্যমান সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

১১ জানুয়ারি ২০২৬ মাগুরা জেলার শালিখা উপজেলার বুনাগাতি ইউনিয়নের কোয়াতপুর নালিয়া পাটি শিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শন এবং উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মো. আব্দুস সালাম সরদার এবং উপমহাব্যবস্থাপক মুহাম্মদ খালেদুজ্জামান তালুকদার।

২৫-২৬ জানুয়ারি ২০২৬ নওগাঁ জুয়েলারি শিল্প ক্লাস্টার এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সিল্ক শিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শন ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন এবং উপমহাব্যবস্থাপক মো. মোস্তাফিজুর রহমান।

১৭-১৮ জানুয়ারি ২০২৬ পাবনা জেলার সদর উপজেলার ভোজ্যতেল শিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শন এবং নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন এবং উপমহাব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মোরশেদ আলম।

১৮-১৯ জানুয়ারি ২০২৬ পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার তাঁত শিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শন এবং নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন এবং উপমহাব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মোরশেদ আলম।

মানিকগঞ্জে 'বাঁশ-বেত সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট' কর্মশালা

২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার ঘিওর বাঁশ-বেত শিল্প ক্লাস্টারে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই)-এর সহযোগিতায় 'বাঁশ-বেত সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট' কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ক্লাস্টারটিতে বাঁশ-বেত শিল্পের সাথে প্রায় ১৫০টি পরিবার যুক্ত রয়েছে যারা তৈরি করছেন বাঁশ ও বেতের নানান গৃহস্থালি ও হোম ডেকর পণ্য। নারী-পুরুষসহ প্রায় ৬০০জন কর্মী এ শিল্পের সাথে যুক্ত। প্রশিক্ষণে প্রাকৃতিক উপায়ের পাশাপাশি কিভাবে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে বাঁশ ও বেত নির্মিত বিভিন্ন পণ্যের স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি ও কাঠ শুষ্ককরণ ও শক্তি নিরূপণ করা যায় সে বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পণ্য তৈরির পূর্বে বাঁশ ও বেতের আর্দ্রতা নির্দিষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রচলিত পদ্ধতিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। পাশাপাশি নষ্ট হয় বড় অংশের কাঁচামাল। সৌর কিলন (বাঁশ-বেত, কাঠ সিজনিং করার সুলভ ও সহজ পদ্ধতি) ব্যবহার করে সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাঁশ-বেত ও কাঠের মধ্যে অবস্থিত জলীয় অংশ (ময়েশ্চার) দূরীভূতকরণে পদ্ধতি শেখানো হয়। কীটপতঙ্গ ও ছত্রাকের আক্রমণ থেকে বাঁশ-বেত ও কাঠকে রক্ষার জন্য রাসায়নিক দ্রব্য (বি-বি সল্যুশন) ব্যবহার করে কীভাবে তাদের স্থায়ীত্বকাল বৃদ্ধি করা যায় তার বিজ্ঞানসম্মত পরিমানের ব্যবহার শেখানো হয় কর্মশালায়। পাশাপাশি স্বল্প খরচে ট্রিটমেন্টের জন্য চৌবাচ্চা বা ট্যাংক তৈরি করে ট্রিটমেন্টের প্রক্রিয়া কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের হাতে-কলমে শেখানো হয়।

যশোরে 'ক্রিকেট ব্যাট সিজনিং ও ময়েশ্চার ট্রিটমেন্ট' কর্মশালা

০৪-০৫ মার্চ ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএফআরআই)-এর সহযোগিতায় যশোর জেলার নরেন্দ্রপুর উপজেলার ক্রিকেট ব্যাট ক্লাস্টারে 'ক্রিকেট ব্যাট সিজনিং ও ময়েশ্চার ট্রিটমেন্ট' কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ক্লাস্টারটিতে ক্রিকেট ব্যাট শিল্পের সাথে প্রায় ৭০টি পরিবার যুক্ত রয়েছে যারা তৈরি করছেন ক্রিকেট ব্যাট ও হোম ডেকর পণ্য। নারী-পুরুষসহ প্রায় ৬০০জন কর্মী এ শিল্পের সাথে যুক্ত। প্রশিক্ষণে প্রাকৃতিক উপায়ের পাশাপাশি কিভাবে রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের মাধ্যমে ক্রিকেট ব্যাটের স্থায়িত্বকাল বৃদ্ধি, কাঠ শুষ্ককরণ ও শক্তি নিরূপণ করা যায় সে বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পণ্য তৈরির পূর্বে ক্রিকেট ব্যাটে ব্যবহৃত কাঠের মধ্যে থাকা আর্দ্রতা নির্দিষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রচলিত পদ্ধতিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। পাশাপাশি নষ্ট হয় বড় অংশের কাঁচামাল। সৌর কিল্ন (কাঠ সিজনিং করার সুলভ ও সহজ পদ্ধতি) ব্যবহার করে সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে কাঠের মধ্যে অবস্থিত জলীয় অংশ (ময়েশ্চার) দূরীভূতকরণে পদ্ধতি শেখানো হয়। কীট পতঙ্গ ও ছত্রাকের আক্রমণ থেকে কাঠকে রক্ষার জন্য রাসায়নিক দ্রব্য (বি-বি সল্যুশন) ব্যবহার করে কীভাবে তাদের স্থায়ীত্বকাল বৃদ্ধি করা যায় তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার, স্বল্প খরচে ট্রিটমেন্টের জন্য চৌবাচ্চা বা ট্যাংক তৈরি করে ট্রিটমেন্টের প্রক্রিয়া কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের শেখানো হয়।

‘ইন্স্যুরেন্স ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ’ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

এসএমই উদ্যোক্তাদের আর্থিক ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমার উদ্ভাবনী ধারণা দিলেই ৪০ হাজার ডলার বা প্রায় ৪৯ লাখ টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ রাজধানীর মতিঝিলে হোটেল পূর্বানীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ইউএনডিপি'র উদ্যোগে ‘ইন্স্যুরেন্স ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ’ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। অনুষ্ঠানে আরো জানানো হয়, সর্বোচ্চ দু'টি প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার দেয়া হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের সহায়তায় এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পসচিব এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন মো. ওবায়দুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ-এর সদস্য মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক এবং ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি স্টিফেন লিলার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজিম হাসান সাত্তার। অনুষ্ঠানে দেশের সিএমএসএমই উদ্যোক্তা ও এই খাতের উন্নয়নে একসাথে কাজ করার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ইউএনডিপি। এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং ইউএনডিপি'র পক্ষে আবাসিক প্রতিনিধি স্টিফেন লিলার সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে শিল্পসচিব এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন মো. ওবায়দুর রহমান বলেন, এই ফান্ড নিয়ন্ত্রক-অনুমোদিত উদ্ভাবনী বীমা সমাধান উৎসাহিত করবে, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও নতুন বিতরণ চ্যানেল এর ব্যবহার বাড়াবে, এবং বিশেষভাবে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ ও গ্রামীণ এলাকার সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের সুরক্ষা দিতে কাজ করবে। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমএসএমই খাতের অবদান প্রায় ৩০ ভাগ হলেও দেশের ১ কোটি ১৮ লাখের বেশি সিএমএসএমই উদ্যোক্তার মধ্যে সরাসরি ব্যাংক ঋণ পান মাত্র শতকরা ভাগ উদ্যোক্তা। ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ আরো প্রায় শতকরা ১৪ ভাগ। বাকি প্রায় শতকরা ৭৭ ভাগ উদ্যোক্তাই এখনো ঋণের আওতার বাইরে। এসব উদ্যোক্তাকে ঋণ সুবিধার আওতায় আনতে আর্থিক ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রস্তুত করতে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ইউএনডিপি'র এই উদ্যোগ।

বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দলের সাথে এসএমই ফাউন্ডেশনের মতবিনিময় সভা

০২ মার্চ ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো ও মাঝারি শিল্প (CMSME) খাতের টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু সহনশীলতা, গ্রিন ফাইন্যান্সিং, ক্লাস্টারভিত্তিক শিল্পায়ন এবং বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য যৌথ সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। বিশ্বব্যাংক পক্ষে উপস্থিত ছিলেন হোসনা ফেরদৌস সুমী, সিনিয়র প্রাইভেট সেক্টর স্পেশালিস্ট, তোষিয়াকি ওনো, সিনিয়র ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর স্পেশালিস্ট, মো. শাহ নওয়াজ, ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর স্পেশালিস্ট এবং মাগুয়ে ডিয়া, সিনিয়র প্রাইভেট সেক্টর স্পেশালিস্ট। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার এবং ফারজানা খান এবং মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন ও মো. আব্দুস সালাম সরদার এবং উপমহাব্যবস্থাপক সুমন চন্দ্র সাহা। বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদল দেশব্যাপী শিল্প ক্লাস্টার উন্নয়ন, গ্রিন কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপন, এসএমই পণ্যের জন্য স্থায়ী প্রদর্শনী কেন্দ্র ও সেলস সাপোর্ট সেন্টার প্রতিষ্ঠা, ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস সংযোগ, ব্লেন্ডেড ফাইন্যান্স মডেল প্রবর্তন এবং ক্রেডিট গ্যারান্টি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ বিষয়ে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা ভবিষ্যতে এসব ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে যৌথভাবে কাজ করার বিষয়ে ইতিবাচক আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

‘Occupational Health and Safety for the Women Working in SMEs’ কর্মসূচি

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে কর্মরত নারীদের পেশাগত স্বাস্থ্য-সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাংলাদেশে এসএমই উদ্যোক্তাগণ উৎপাদন, সেবা ও কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এসএমই খাতে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ টেকসই উৎপাদন ও ব্যবসা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। সীমিত অবকাঠামো, প্রশিক্ষিত জনবল ও নিরাপত্তা সচেতনতার অভাবে এসএমই খাতে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা ও পেশাগত স্বাস্থ্যঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। এসএমই ফাউন্ডেশন এবং British Standards Institution (BSI), UK's National Standards Body-এর যৌথ উদ্যোগে ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ঢাকায় দিনব্যাপী ‘Occupational Health and Safety for the Women Working in SMEs’ সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজিত হয়। রিসোর্সপার্সন ছিলেন মো. আলমগীর হোসাইন, সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানে চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, হোম ডেকর, হ্যান্ডিক্রাফটস, বুটিকস ও প্লাস্টিক শিল্পের ২৭জন এসএমই উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীগণকে কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি শনাক্তকরণ, ঝুঁকি মূল্যায়ন, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ও পেশাগত রোগের ঝুঁকি হ্রাস, কর্মীদের নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ কাজের পদ্ধতি প্রণয়ন এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধের কৌশল, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার বাস্তব ধারণা প্রদান করা হয়।

এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল/এসএমই ক্লাস্টার/অ্যাসোসিয়েশন/ট্রেডবডি/চেম্বারের চাহিদার প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও বিদ্যমান এসএমই উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং এসএমই খাতের উন্নয়নে ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশন নানা ধরনের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬-এ ফাউন্ডেশন আয়োজিত ১৯টি প্রশিক্ষণে ৫২০জন (নারী: ৩২৯, পুরুষ: ১৯১) উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্যযোগ্য প্রশিক্ষণের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ব্যাংকেবল প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি' প্রশিক্ষণ

২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনে 'ব্যাংকেবল প্রজেক্ট প্রপোজাল তৈরি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে তারেক আহম্মেদ সালেহ উদ্দিন খান এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে ব্যাংকেবল প্রজেক্টের ধারণা, মানসম্মত প্রজেক্ট প্রপোজালের কাঠামো তৈরি, টেকনিক্যাল ও অপারেশনাল প্রক্রিয়া, আর্থিক পরিকল্পনা, ঋণ কাঠামো ও জামানত বিষয়ে ধারণা, ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও ব্যাংকে প্রেজেন্টেশনের কৌশল সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে একটি বিশেষ সেশন পরিচালনা করেন ব্রাক ব্যাংক-এর সিনিয়র ম্যানেজার প্রশান্ত কুমার সাহা।

Business Planning & Strategy' কর্মশালা

১৩-১৫ জানুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনে এসএমই বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত ইনকিউবেটি এবং সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য 'Business Planning & Strategy' কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল, উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক ধারণাকে একটি বাস্তবসম্মত, টেকসই ও বিনিয়োগবান্ধব বিজনেস প্ল্যানে রূপান্তর করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কর্মশালায় ব্যবসা পরিকল্পনার প্রাথমিক ধারণা, বাজার বিশ্লেষণ, প্রতিযোগী বিশ্লেষণ, কার্যকর ব্যবসায়িক কৌশল নির্ধারণ, আর্থিক পরিকল্পনা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা বাস্তবায়নের কৌশল বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা তাদের নিজ নিজ ব্যবসার শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ সহজভাবে বিশ্লেষণ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ফ্যাশন ডিজাইনিং, নকশীকাঁথা, পাটজাত পণ্য, আইটি পণ্য, খাদ্যপণ্য, স্কিন কেয়ার, কৃষিজাত পণ্য, হস্তশিল্প, লেদার গুডস, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, হোম ডেকর, জুয়েলারিসহ বিভিন্ন সেক্টরের উদ্যোক্তারা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

'Business Management and Digital Business for Migrant Workers' কর্মশালা

৮-৯ মার্চ ২০২৬ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর 'Reintegration for Migrant Workers' প্রকল্পের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'Empowering Returnees: Training on Business Management and Digital Business for Migrant Workers' কর্মশালা চট্টগ্রামের উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়ের চ্যালেঞ্জ ও সমাধান, টেকসই ব্যবসার রূপরেখা, ব্যবসার প্রকারভেদ, ব্যবসায় সফলতা ও ব্যর্থতা, ব্র্যান্ড নির্মাণসহ বিস্তারিত ও বাস্তবভিত্তিক ধারণা প্রদান করা হয়। Digital Business সেশনে এফ-কমার্স, ই-কমার্স, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ব্যবসা প্ল্যাটফর্ম তৈরি, ভোক্তাদের জন্য আকর্ষণীয় কন্টেন্ট তৈরি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মো. মাহির লাবিব চৌধুরী, উপ-ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন। কর্মশালায় ৩০জন প্রত্যাগত অভিবাসী উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীরা কর্মশালার মাধ্যমে অনলাইন এবং অফলাইনে টেকসই ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেন।

'ট্রেনিং অব ট্রেইনারস (ToT)' প্রশিক্ষণ

২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ এবং ০১ জানুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশন, ঢাকায়, ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষন পুলের প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষক হতে আগ্রহীদের নিয়ে 'ট্রেনিং অব ট্রেইনারস (টিওটি)' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর মাস্টার ট্রেইনার মো. আব্দুস সালাম সরদার। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক রাকিব উদ্দিন খান এবং সহকারী মহাব্যবস্থাক মো. আব্বাস আলী সনদ বিতরণ করেন।

'Leadership Development' কর্মশালা

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ যশোর জেলার নির্বাচিত শিল্প ক্লাস্টারসমূহের নেতৃবৃন্দের জন্য দুই দিনব্যাপী 'Leadership Development' কর্মশালা ব্র্যাক লার্নিং সেন্টার, যশোর-এ আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় যশোর নকশি ক্লাস্টার, কেশবপুর হ্যান্ডিক্রাফট ক্লাস্টার, নরেন্দ্রপুর ক্রিকেট ব্যাট ক্লাস্টার, যশোর লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার এবং যশোর উইমেন চেম্বার অব কমার্স (প্রস্তাবিত)-এর ৩০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় নেতৃত্বের ধারণা ও বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন নেতৃত্বধারা ও তার প্রয়োগ, কৌশলগত মানসিকতা উন্নয়ন, কার্যকর যোগাযোগ কাঠামো নির্মাণ, ক্লাস্টারের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান কৌশল নির্ধারণ, বহির্বিশ্বে ক্লাস্টারের প্রতিনিধিত্ব এবং সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা ক্লাস্টার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দলগত সমন্বয় ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ক বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান লাভ করেন।

'Entrepreneurship Development for Migrant Workers' কর্মশালা

১০-১১ জানুয়ারি ২০২৬ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর Reintegration for Migrant Workers প্রকল্পের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'Empowering Returnees: Entrepreneurship Development Training for Migrant Workers' প্রশিক্ষণ কর্মশালা চট্টগ্রামের উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ব্যবসার ধারণা তৈরি, ব্যবসায়ের লাইসেন্স এবং ডকুমেন্টেশন, সহজে ব্যবসার হিসাবকরণ, ব্যবসার প্রকারভেদ, ব্যাংক লোন পাওয়ার ফর্ম পূরণ, সহজে অর্থায়নোপযোগী প্রস্তাবনা তৈরি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নাজিম হাসান সাত্তার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন।

এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি

‘FVCIP Promotion and Food Safety Management for Mango Processors’ প্রশিক্ষণ

২৫ জানুয়ারি ২০২৬ রাজশাহী জেলায় ‘FVCIP Promotion and Food Safety Management for Mango Processors’ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (BIFFL) এর যৌথ উদ্যোগে রাজশাহী ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার আম প্রক্রিয়াজাতকারী উদ্যোক্তাদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ছিলেন BIFFL-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এস. এম. আনিসুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক সুমন চন্দ্র সাহা। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন Teruki Takahashi, TL, FVCIP Consultant Team।

‘নতুন ব্যবসা সৃষ্টি’ প্রশিক্ষণ

১৮-২২ জানুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘নতুন ব্যবসা সৃষ্টি’ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ব্যবসায়িক ধারণা ও ব্যবসায় বাছাই, ব্যবসায় পরিকল্পনা তৈরি, ব্যবসায় চক্র ও ব্যবসায় ও কর্মী ব্যবস্থায়, চাহিদা ও যোগান, বাজারজাতকরণ কৌশল, খরচ ও মুল্য নির্ধারণ পদ্ধতি, ব্যবসায় SWOT বিশ্লেষণ, ব্যবসায়িক যোগাযোগ, বিক্রয় কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত হাতে কলমে শেখানো হয়। প্রশিক্ষণে ঢাকা, সিলেট পাবনা, কুমিল্লা, চট্রগ্রাম জেলার উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মো. আব্দুস সালাম সরদার, উপমহাব্যবস্থাপক রাকিব উদ্দিন খান ও মো. আব্বাস আলী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন।

০৮-১২ মার্চ ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশনে ‘নতুন ব্যবসা সৃষ্টি’ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মো. আব্দুস সালাম সরদার প্রশিক্ষণার্থীদের দিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং সনদ বিতরণ করেন।

‘ফ্যাশন ডিজাইন ফর এসএমইজ’ প্রশিক্ষণ

০৩-০৭ জানুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সহযোগিতায়, সিলেটে ‘ফ্যাশন ডিজাইন ফর এসএমইজ’ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সিলেট চেম্বারের নির্বাহী সচিব মো. গোলাম আক্তার ফারুক। প্রশিক্ষণে ফ্যাশন ডিজাইনের প্রাথমিক ধারণা, ফ্যাশন ট্রেন্ড, ইলাস্ট্রেশন ও স্কেচিং, কাপড় ও টেক্সটাইল সম্পর্কে ধারণা, প্যাটার্ন মেকিং, থিম নির্বাচন ও মুড বোর্ড তৈরি, ফ্যাশন ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিং, রপ্তানিমুখী ফ্যাশন ডিজাইন শেখানো হয়।

‘Legal Compliance & Documentation for SMEs’ প্রশিক্ষণ

২৫-২৬ জানুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকায় এসএমই ফাউন্ডেশন ইনস্টিটিউটে এসএমই বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টারের ইনকিউবেটিদের আইনগত জ্ঞান ডক্যুমেন্টেশন সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘Legal Compliance & Documentation for SMEs’ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ব্যবসা নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন ও ভ্যাট নিবন্ধন, মেধাস্বত্ব, বিএসটিআই, IRC ও ERC, ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্সসহ এসএমই খাতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইনগত বিষয় বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা করা হয়। প্রশিক্ষণে রিসোর্স পার্সন ছিলেন মো. আমিনুল ইসলাম। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক মো. আব্বাস আলী উদ্যোক্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

‘Product Promotion and Digital Marketing through Canva’ কর্মশালা

১১-১২ জানুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বরিশালে নতুন নারী-উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ‘এসো উদ্যোক্তা হই’ কর্মসূচির আওতায় ‘Product Promotion and Digital Marketing through Canva’ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। বরিশাল উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ’র সহযোগিতায় কর্মশালায় ২৬জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পণ্যের কার্যকর প্রচার ও বিপণনের কৌশল, ক্যানভা ব্যবহার করে পণ্যের ছবি ও ফেসবুক পোস্টের আকর্ষণীয় ডিজাইন তৈরি, রঙ ও ফন্ট নির্বাচন, লেআউট ডিজাইন, কনটেন্ট প্রেজেন্টেশন, ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি গঠন এবং অনলাইন মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিভিন্ন বাস্তবমুখী বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের সহকারী ব্যবস্থাপক ইমরাত-ই-জান্নাত ইমু এবং বরিশাল উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সভাপতি বিলকিস আক্তার লিলি অংশগ্রহণকারী নারী-উদ্যোক্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

‘Financial Literacy for Inclusion of SMEs’ কর্মশালা

১৫ মার্চ ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইনস্টিটিউট অব এসএমই ফাউন্ডেশন, ঢাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের আর্থিক দক্ষতা বৃদ্ধি, ব্যাংক ঋণপ্রাপ্তির যোগ্যতা, প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বাস্তবমুখী জ্ঞান প্রদানের উদ্দেশ্যে ‘Acceleration Program on Financial Literacy for Inclusion of SMEs’ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার প্রথম সেশনে এসএমই ফাউন্ডেশনের উপমহাব্যবস্থাপক সুমন চন্দ্র সাহা।

'International Journal of SME Development (IJSMED)' ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশ

৩০ মার্চ ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'International Journal of SME Development (IJSMED)'-এর ৬ষ্ঠ সংখ্যার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এসএমই খাতে গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা এবং জ্ঞানভিত্তিক উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছর ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এসএমই ডেভেলপমেন্ট প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত জার্নালটির ৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, জার্নালটির প্রিন্ট ISSN ও অনলাইন ISSN গ্রহণ করা হয়েছে এবং Digital Object Identifier (DOI) প্রাপ্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসব উদ্যোগ জার্নালের একাডেমিক মানোন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন এবং শিল্পসচিব মহোদয় মো. ওবায়দুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জার্নালের চিফ এডিটর ড. এ. কে. এম. মাসুদসহ ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ।

এসএমই ফাউন্ডেশন-উইনরক ইন্টারন্যাশনাল সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

মানব পাচার ফেরত নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, পণ্যের বাজারজাতকরণ, অর্থায়ন, সরকারি সহায়তা সহজলভ্যকরণ এবং সহায়তা টেকসই মডেল তৈরি-এই পাঁচ ক্ষেত্রে যৌথ কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একসাথে কাজ করবে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং উইনরক ইন্টারন্যাশনাল। ০২ মার্চ ২০২৬ এই লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং উন্নয়ন সংস্থা উইনরক ইন্টারন্যাশনাল সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষে কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ দীপ্তা রক্ষিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার ও ফারজানা খান, উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর পলিসি অ্যাডভোকেসি স্পেশালিস্ট মৃন্ময় মহাজন এবং সিনিয়র ম্যানেজার-এন্টারপ্রাইজ ও এমপ্লয়মেন্ট মো. গোলাম ফজলে রাব্বানী। সমঝোতা স্মারক অনুসারে, মানব পাচার থেকে ফেরত নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতরণের ক্ষেত্রে ক্রেতা-উদ্যোক্তা সংযোগ, মেলা আয়োজন, ডিজিটাল মার্কেটপ্লেস তৈরি, ব্যবসায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণের ব্যবস্থা করা এবং তাদের দেশের এসএমই উন্নয়ন কাঠামো ও সরকারের নীতি সহায়তা সুবিধার আওতায় আনতে একসাথে কাজ করবে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং উইনরক ইন্টারন্যাশনাল।

এসএমই ফাউন্ডেশন-সেভ দ্য চিলড্রেন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

তরুণরা যাতে দেশের অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় যুক্ত হয়ে উদ্যোক্তা হওয়ার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একসাথে কাজ করবে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং সেভ দ্য চিলড্রেন। এ লক্ষ্যে ৪ মার্চ ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশন কার্যালয়ে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশের পক্ষে সুমন সেনগুপ্ত, কান্ট্রি ডিরেক্টর স্বীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ফারজানা খান, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন। উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নাজিম হাসান সাত্তার এবং মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন ও মো. আব্দুস সালাম সরদার। সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জাফর উল্লাহ খান, অ্যাডভাইজর, পলিসি অ্যাডভোকেসি, নিশাত আফরোজ মির্জা, সিনিয়র লিড, ইয়ুথ, চাইল্ড পোভার্টি অ্যান্ড ইকোনমিক রেজিলিয়েন্স এবং ইকবাল হোসাইন, হেড অব পার্টনারশিপ। সমঝোতা স্মারকের আওতায় তরুণ-যুব উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণ, যৌথ উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান, নতুন ব্যবসা সৃষ্টিতে সহায়তা ও মেন্টরশিপ, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব জোরদার, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের প্রসার, যৌথ গবেষণা কার্যক্রম ও উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ, বাজার প্রবেশাধিকার ও ব্যবসায়িক সংযোগ সম্প্রসারণ এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের রিসোর্স শেয়ারিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

EmPower: Women for Climate-Resilient Societies Phase II (EmPower II) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

EmPower: Women for Climate-Resilient Societies Phase II (EmPower II) কর্মসূচির আওতায় জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ পাঁচটি জেলা থেকে ৩৫০জন নারী-উদ্যোক্তাকে লক্ষ্যভিত্তিক ব্যবসা উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা হবে–কক্সবাজার (টেকনাফ ও চকরিয় , খুলনা (দাকোপ ও কয়রা), সাতক্ষীরা (শ্যামনগর ও কালীগঞ্জ), কুড়িগ্রাম (সদর ও চিলমারী) এবং জামালপুর (ইসলামপুর ও দেওয়ানগঞ্জ)। পাশাপাশি সারা দেশ থেকে আরও ৩০০জন নারী-উদ্যোক্তাকে সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্কিং এবং বাজার সংযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা হবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, নির্বাচিত পাঁচটি জেলার ৩৫০জন উদ্যোক্তার মধ্যে ১৭৫জন এবং সারা দেশ থেকে অংশগ্রহণকারী ১৫০জন নারী-উদ্যোক্তাকে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য উপযোগী ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ব্র্যাক ব্যাংকের সমন্বয়ে যৌথভাবে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ০৫ মার্চ ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)-এর পক্ষে Martin Krause এবং ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির পক্ষে ট্রেজারার আরিফুল ইসলাম ত্রিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এসএমই নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদযাপন এবং নারী-উদ্যোক্তা সম্মাননা

এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ইস্টার্ন ব্যাংক-এর যৌথ উদ্যোগে ০৯ মার্চ ২০২৬ আগারগাঁও পর্যটন ভবনের শৈলপ্রপাত অডিটোরিয়ামে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬' উদযাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা খান। অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ সদস্য ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার, ইস্টার্ন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. খোরশেদ আনোয়ার, বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র প্রাইভেট সেক্টর স্পেশালিস্ট হোসনা ফেরদৌস সুমি, উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ দীপ্তা রক্ষিত। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ৩জন নারীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননাপ্রাপ্তরা হলেন, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফেরদৌস আরা বেগম, টাঙ্গাইল শাড়ি কুটির-এর প্রতিষ্ঠাতা মনিরা ইমদাদ এবং রেইনবো ভ্যালি ডেকোয়ার-এর প্রতিষ্ঠাতা জিনিয়া জেসমিন করিম। নারী উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন তানিয়া ওয়াহাব ম্যানেজিং পার্টনার কারিগর, মেহেরুন নেসা খান স্বত্তাধিকারী ছায়া মঞ্জুরী, ড চিং চিং স্বত্তাধিকারী ফিনারি, আফরোজা পারভীন সহ-প্রতিষ্ঠাতা উজ্জ্বলা। অনুষ্ঠানে 'অধিকার ও ন্যয়বিচারের আলোয় আলোকিত হোক ব্যবসার অঙ্গন' বিষয়ে সেশনে আলোচক ছিলেন জেন্ডার ও নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ নিলুফার আহমেদ করিম এবং 'শান্ত মন দৃঢ় পদক্ষেপ' বিষয়ে সেশনে আলোচক ছিলেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ড. সিফাত-ই-সাইদ। এছাড়া, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উদযাপনের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানস্থলে ১০জন নারী-উদ্যোক্তার নিজস্ব উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উক্ত উদযাপনের অংশ হিসেবে ছিল সম্মিলিত কণ্ঠে নারী জাগরণের গান, কুইজ শো, ফুলেল অভ্যর্থনা, নারী-উদ্যোক্তাদের উঠে আসার গল্প। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সেক্টরের নারী-উদ্যোক্তাসহ ১৫০জন উপস্থিত ছিলেন।

'জেন্ডার সংবেদনশীলতা' কর্মশালা

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ প্রবাহ সহজীকরণের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ ব্যাংক-এর যৌথ উদ্যোগে খুলনা জেলায় 'জেন্ডার সংবেদনশীলতা' কর্মশালা আয়োজন। বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা-এর স্থানীয় কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী-উদ্যোক্তাদের ভুমিকা, ঋণ প্রাপ্তিতে নারী-উদ্যোক্তাদের চ্যালেঞ্জ, ব্যাংকের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান আর্থিক নীতিমালা এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের পদক্ষেপ নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মো. রুকনুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা। বিশেষ অতিথি ছিলেন এস, এম, কামালুজ্জামান কামাল, পরিচালক (পরিদর্শন), বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা। কর্মশালায় আলোচক ছিলেন মো. মাছুম বিল্লাহ, অতিরিক্ত পরিচালক, এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, মো. রিয়াজুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক, এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা এবং মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান, উপমহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন। কর্মশালায় খুলনা জেলায় বিভিন্ন ট্রেড-এ কর্মরত নারী-উদ্যোক্তা, বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থানীয় প্রতিনিধিসহ প্রায় ১০০জন অংশগ্রহণ করেন।

'রেজিন জুয়েলারি অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফট' কর্মশালা

১১-১৩ জানুয়ারি ২০২৬ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে খুলনায় নতুন নারী-উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'এসো উদ্যোক্তা হই' কর্মসূচির আওতায় 'রেজিন জুয়েলারি অ্যান্ড হ্যান্ডিক্রাফট' কর্মশালা আয়োজন করা হয়। বর্তমান সময়ে রেজিন জুয়েলারি ও হ্যান্ডিক্রাফট পণ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। আধুনিক ও ট্রেন্ডি ডিজাইন, রঙের বৈচিত্র্য এবং কাস্টমাইজেশনের সুবিধার কারণে তরুণ প্রজন্মের কাছে এসব পণ্যের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে সহজেই বাজারজাত করার সুযোগ থাকায় কম বিনিয়োগে এ খাতে উদ্যোক্তা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। খুলনা উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সহযোগিতায় আয়োজিত কর্মশালায় ২৫জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় রেজিন জুয়েলারি ও হ্যান্ডিক্রাফট পণ্য তৈরির আধুনিক কৌশল, কাঁচামাল নির্বাচন, ডিজাইন ও ফিনিশিং, পণ্যের মান উন্নয়ন, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, প্যাকেজিং এবং সৃজনশীলতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে খুলনা উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি মুরশিদা আক্তার রণি অংশগ্রহণকারী নারী-উদ্যোক্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (পুরুষ)

আমান উল্লাহ

স্বত্বাধিকারী, আমান প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ

এক আত্মবিশ্বাসী স্বপ্নদ্রষ্টা কিশোর আমান উল্লাহ। নিম্ন মধ্যবিত্ত প্রবাসী বাবার ইচ্ছে ছিলো ছেলের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করতে বিদেশে নিয়ে যাবেন। সাহসী উদ্যোক্তা আমান উল্লাহ মাকে ছেড়ে যেতে চাননি, তিনি বলেছিলেন– 'আমি দেশেই থাকবো, দেশেই কিছু করব।' ব্যাস, কথাটিই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

২০০১ সালের ঘটনা, কোন এক অনিশ্চিত সকালে বাড়ির মায়া ছেড়ে ঢাকার পথে রওনা দেন তিনি। তাঁর মনের ভেতর তখন একটি শব্দই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল -"পরিবারকে টিকিয়ে রাখতে হবে"। এরপর শুরু হয় আমান উল্লাহর শব্দহীন কঠোর পরিশ্রম– একটি খেলনা তৈরির কারখানায় কাজ শুরু করেন। মাসে মাত্র ১০০ টাকা বেতন। টাকার অঙ্কে যদিও সেটা ছিলো খুবই ছোট, কিন্তু তাঁর কাছে সেটিই ছিলো স্বপ্নের প্রথম ধাপ অভিজ্ঞতা অর্জন ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠা। কারখানার কাজের সময় শেষ হলেও আমান থাকতেন আরও ঘন্টার পর ঘন্টা। শুধু কাজই নয়– শিখতেন কৌশল, শিখতেন বাজার, মানুষ, শিখতেন ব্যর্থতার যুক্তি,আর সাফল্যের সম্ভাবনা।

সাত বছরের দীর্ঘ অনুশীলনের পর ২০০৮ সালের শেষ দিকে তিনি চাকরির পর্দা নামিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় খুলে ফেলেন। নিজের জমানো ২৫,০০০/- টাকা এবং মায়ের নিকট থেকে গহনা বিক্রয়ের টাকা সহ মোট ৯৩,০০০/- টাকায় ব্যবসা শুরু করেন। এই টাকাই হয়ে উঠেছিলো আমান উল্লাহর উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্নের বীজ।

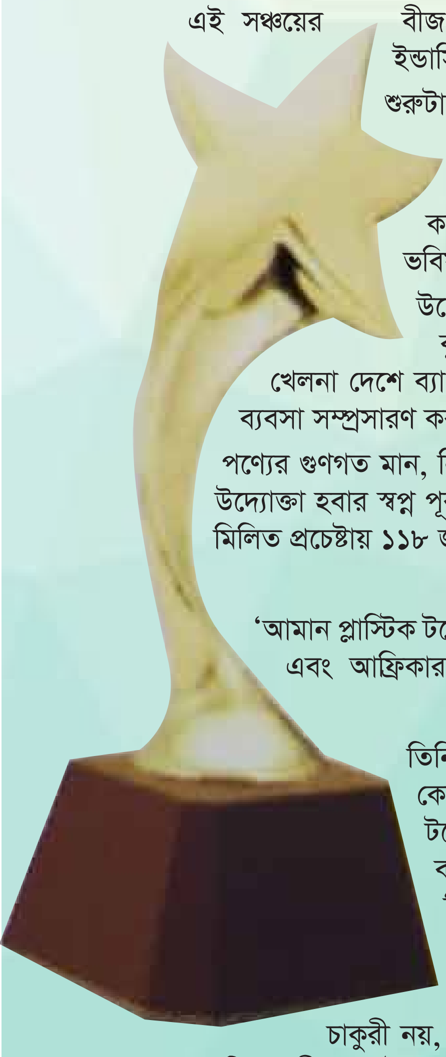

এই সঞ্চয়ের বীজ দিয়েই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন- 'আমান প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ' –যা আজ সবার পরিচিত 'আমান প্লাস্টিক টয়েজ ইন্ডাস্ট্রিজ' নামে।

শুরুটা মোটেও সহজ ছিল না। বাংলাদেশ তখন পুরোপুরি আমদানিনির্ভর খেলনা বাজারে অভ্যস্ত।

মানুষ দেশীয় খেলনা কিনতে দ্বিধায় ভুগত। কিন্তু আমানের ভেতরে জন্ম নিয়েছিল নতুন এক দৃষ্টি।তিনি বলেন, আমরা যদি নিজেরাই খেলনা তৈরি করি, তাহলে দেশের সব শ্রেণির মানুষ স্বল্প মূল্যে খেলনা ক্রয় করতে পারবে এবং দেশের টাকা দেশেই থাকবে। আর আমাদের দেশের মানুষই পাবে কাজ, মর্যাদা, নিশ্চিত ভবিষ্যৎ।"

উদ্যোক্তা আমান উল্লাহ জানান, 'মাত্র ৪ জন শ্রমিককে নিয়ে যাত্রা শুরু করি, প্রথমেই উৎপাদিত পণ্য বাচ্চাদের ঝুনঝুনি বিক্রয় করে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা মুনাফা করি।' তিনি জানান- 'লাইট বল' নামক নিজস্ব উৎপাদিত খেলনা দেশে ব্যাপক সাড়া পায়। পরবর্তীতে অন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নিজের বড় ভাইকে সাথে নিয়ে ভাড়া করা কারখানায় ব্যবসা সম্প্রসারণ করা হয়।

পণ্যের গুণগত মান, নিরলস পরিশ্রম ও চেষ্টায় অতি অল্প বয়সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজ কৌশলের মাধ্যমে মাত্র ১০ বছরে উদ্যোক্তা হবার স্বপ্ন পূরণ করেছেন উদ্যোক্তা আমান উল্লাহ। বর্তমানে আমান প্লাস্টিক টয়েজ ইন্ডাস্ট্রিজ প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষের মিলিত প্রচেষ্টায় ১১৮ জনের পরিবারে পরিণত হয়েছে।

'আমান প্লাস্টিক টয়েজ ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর তৈরি খেলনা দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল যেমন–সৌদি আরব, ইতালি, শ্রীলংকা এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

তিনি দেখিয়েছেন পরিশ্রম, সততা আর অভিজ্ঞতা দিয়ে দেশেও সোনার হরিণ ধরা যায়। তিনি প্রমাণ করেছেন কেবল শিক্ষাই উন্নত ও মানবিক প্রতিষ্ঠান গড়ার মূল হাতিয়ার নয়। উদ্যোক্তা তাঁর প্রতিষ্ঠান 'আমান প্লাস্টিক টয়েজ ইন্ডাস্ট্রিজ' আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানে হিসেবে গড়ে তুলেছেন এবং উৎপাদন, উৎপাদিত বর্জ্য পুনঃব্যবহার, সূর্যের আলো ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানী সাশ্রয়, সুষ্ঠু বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে পি.এফ.আই যন্ত্র স্থাপন, আধুনিক ইলেক্ট্রনিক হাজিরা ব্যবস্থাপনা, অগ্নি দুর্ঘটনা রোধকল্পে পর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনা, কর্মীদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, বিনোদনের ব্যবস্থাসহ সার্বিক সন্তোষজনক কর্ম পরিবেশ ।

চাকুরী নয়, উদ্যোক্তা হবো এমন মানসিকতা গড়তে আমাদের তরুণদের জন্য উদ্যোক্তা আমান উল্লাহর সাফল্যগাঁথা একটি সাহসী এবং উদ্বুদ্ধকর গল্প ।

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২৫ বিজয়ী

বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা (নারী)

জুয়েনা ফেরদৌস

স্বত্বাধিকারী, আহ্লাদ ফ্যাশনস

শত বাধা-বিপত্তি বুদ্ধিমত্তার সাথে মোকাবেলা ও অসীম ধৈর্য্যের সাথে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এক অদম্য নারী জুয়েনা ফেরদৌস। একসময়ে মঙ্গাপীড়িত এলাকা বলে খ্যাত রংপরের মেয়ে যিনি সকল সংকটকে সমূলে বিনাশ করে দুই সন্তানকে নিয়ে জীবনের সবচেয়ে কঠিন বাস্তবতাকে হাসিমুখে বরণ করে আজ তিনি সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। পেশাগত সুযোগ সীমিত, দায়িত্ব অনেক এবং সামাজিক বাস্তবতা কঠিন। তবুও তিনি এসবের কাছে মোটেই মাথানত করেননি।

পারিবারিক সমস্যার কারণে দুই সন্তানকে নিয়ে যখন তিনি রংপুরে ফিরে এলেন, তখন তার চাকরির কোনো সুযোগ ছিল না। বয়স,দায়িত্ব,বাস্তবতা সব মিলিয়ে কঠিন সময় তাকে অতিক্রান্ত করতে হয়েছে। তবুও তার কাছে কখনো মনে হয়নি যে পথ শেষ হয়ে গেছে। তিনি জানতেন, পথ খুঁজে নিতে হয়, সহসায় পাওয়া যায় না। সেই বিশ্বাস ও অদম্য মনোবল থেকেই শুরু করলেন নতুন পথের দিশা। অত:পর তাঁর প্রতিষ্ঠান আহ্লাদ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত দিয়ে শুরু হয়নি; এটি শুরু হয়েছিল প্রয়োজন, সাহস আর আত্মসম্মান নিয়ে টিকে থাকার শেষ অবলম্বন হিসেবে।

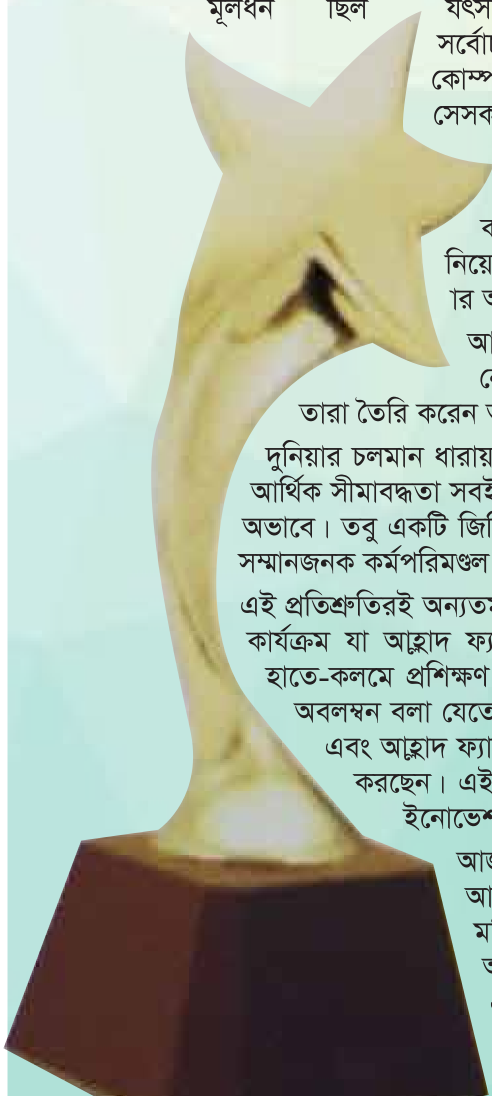

খুব সামান্য মূলধন আর একটি সেলাই মেশিনের সাথে অনেক সাহস নিয়ে ঘরে বসেই কাজ শুরু করেন তিনি। শুরুর দিনগুলোতে মূলধন ছিল যৎসামান্য। সুযোগ ছিল কম, কিন্তু শেখার প্রতি একনিষ্ঠতা ছিল অবিচল। পরিকল্পনার প্রথম ধাপে নিজেকে সর্বোচ্চভাবে প্রস্তুত করে সেলাই এর বৈচিত্র্যতা, প্রোডাক্ট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট,কালার কম্বিনেশন, কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা এসবের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠানের কাছে চিরকৃতজ্ঞ সেসকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক, জেডিপিসি, ইত্যাদি। আর সেই শেখার প্রতি দায়বদ্ধতাই আজকের আহ্লাদের ভিত্তি।

আজ আহ্লাদ ফ্যাশন এর পরিবারে আছে ১৫ জন স্থায়ী কর্মী এবং ৮০ জনের অধিক গ্রামীণ নারী কারিগর, যাদের নিপুণ হাতের কাজই এই ব্র্যান্ডের পরিচয়। ধীরে ধীরে সেই একক মেশিনের কাজ রূপ নিয়েছে একটি কর্মপরিবেশে, যেখানে নারীরা নিরাপদে, সম্মানের সঙ্গে, সমহিমায় মাথা উঁচু করে সৃজনশীলতার আনন্দ নিয়ে কাজ করতে পারেন।

আহ্লাদের প্রতিটি পণ্য হাতে তৈরি। প্রতিটি ব্যাগ, প্রতিটি নকশা, প্রতিটি সেলাই একজন নারীর জীবন থেকে নেয়া গল্প বহন করে। গ্রামের ঘরোয়া পরিবেশে কাজ করা এই নারীরা শুধু একটি পণ্য তৈরি করেন না; তারা তৈরি করেন আত্মমর্যাদা, আর্থিক স্থিতি এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র অধিকারের বিষয়ে সচেতন কণ্ঠস্বর।

দুনিয়ার চলমান ধারায় নারী-উদ্যোক্তার পথ কখনোই সহজ নয়, বরং বন্ধুর। সামাজিক বাধা-বিপত্তি, নিরাপত্তাজনিত সংকট, আর্থিক সীমাবদ্ধতা সবই তার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল। বড় আকারের কার্যাদেশ ফিরিয়ে দিতে হয়েছে শুধু মূলধন ও চলতি পুঁজির অভাবে। তবু একটি জিনিস তাঁর কখনো বদলায়নি, সেটা হলো অদম্য স্পৃহা। শেখা, এগিয়ে চলা, এবং নারীদের জন্য একটি সম্মানজনক কর্মপরিমণ্ডল তৈরি করা তাঁর একটি প্রতিশ্রুতি ছিল।

এই প্রতিশ্রুতিরই অন্যতম একটি বড় ধাপ হলো আহ্লাদ ক্রাফট অ্যান্ড ইনোভেশন একাডেমি। এটি একটি অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যা আহ্লাদ ফ্যাশনস এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হয়ে থাকে। এখানে শহর ও গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত নারীরা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পায়, দক্ষতা অর্জন করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়, যা তাদের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন বলা যেতে পারে। সেলাই ও হস্তশিল্প প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় দুই শতাধিক নারী দক্ষতা অর্জন করেছে এবং আহ্লাদ ফ্যাশনস ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জন করে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করছেন। এই একাডেমি শুধু প্রশিক্ষণের জায়গা নয়, এটি আত্মবিশ্বাসের জন্মস্থান। আগামীতে আহ্লাদ ক্রাফট এন্ড ইনোভেশন একাডেমীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান তার একটা বড় স্বপ্ন।

আজ আহ্লাদের পণ্য পৌঁছে যাচ্ছে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও। নেদারল্যান্ডস, জাপান, আমেরিকা, লন্ডন। দেশের ভেতরে এসএমই ফাউন্ডেশনসহ সমমনা সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জাতীয় মহিলা পরিষদ, জার্মান কালচারাল সেন্টার, জার্মান দূতাবাস, FES-সহ বহু প্রতিষ্ঠানের আস্থা অর্জন করেছে আহ্লাদ। আর এভাবেই প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বতন্ত্র ব্র্যান্ড হিসেবে আপামর জনসাধারণের কাছে আস্থার প্রতীক হিসেবে স্থান করে নিবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, চলতি বছর ২০২৫ সালে স্পেনের একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানির সঙ্গে বড় রপ্তানিচুক্তি হয়েছে যা প্রমাণ করে এ

এটি একটি আন্দোলন, যেখানে প্রতিটি নারীর জীবনে 'আহ্লাদ' ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে অবিরত।